

Supported by

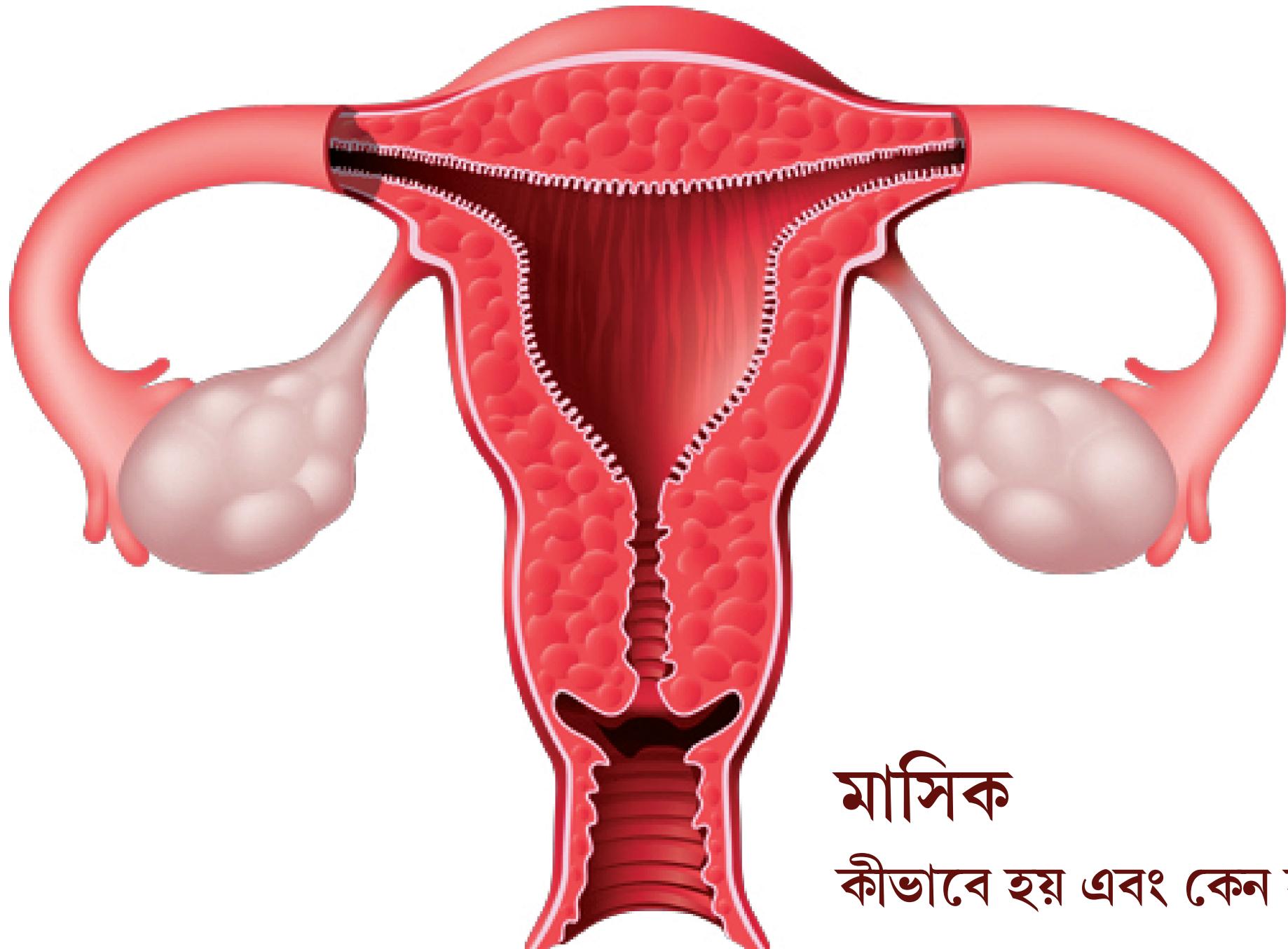


Tata Chemicals Society for
Rural Development

Implemented by



ଅନୁଷ୍ଠାନ



মাসিক
কীভাবে হয় এবং কেন হয়

ডিস্বাশয়

এখান থেকে বিভিন্ন শারীরিক রস (যৌন হরমোন) নিঃস্ত হয়ে বাহ্যিক যৌন পরিবর্তনগুলি ঘটায়। যেমন বুকের মাই বা স্তনের বৃদ্ধি; যৌন কেশ বেড়ে ওঠা ইত্যাদি। বয়ঃসন্ধি থেকে শুরু করে ঝাতুবন্ধ পর্যন্ত যে কোনো একটা ডিস্বাশয় থেকে প্রতি মাসে একটা করে ডিস্বাগু বেড়িয়ে আসে। এই ডিস্বাগু যদি পুরুষের শরীর থেকে আসা শুক্রাণুর সাথে মিলিত হতে পারে, তখন একটা নতুন জীবন শুরু হয়।

ফ্যালোপিয়ান নালী

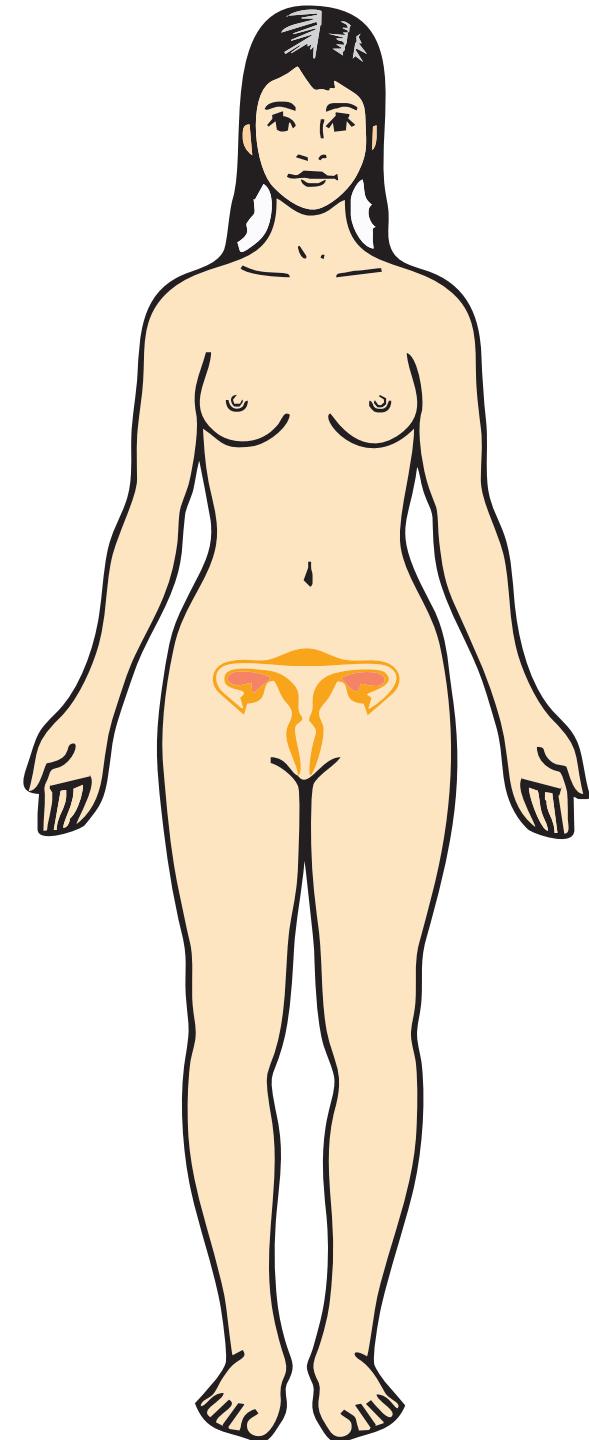
এই নালী দিয়ে ডিস্বাগু ডিস্বাশয় থেকে গর্ভাশয়ে এসে পৌঁছায়। এই নালীতেই গর্ভাশয়ের কাছাকাটি ডিস্বাগুটা শুক্রাণুর সাথে মিলিত হয়ে একটা বাচ্চা হিসাবে জীবন শুরু করে।

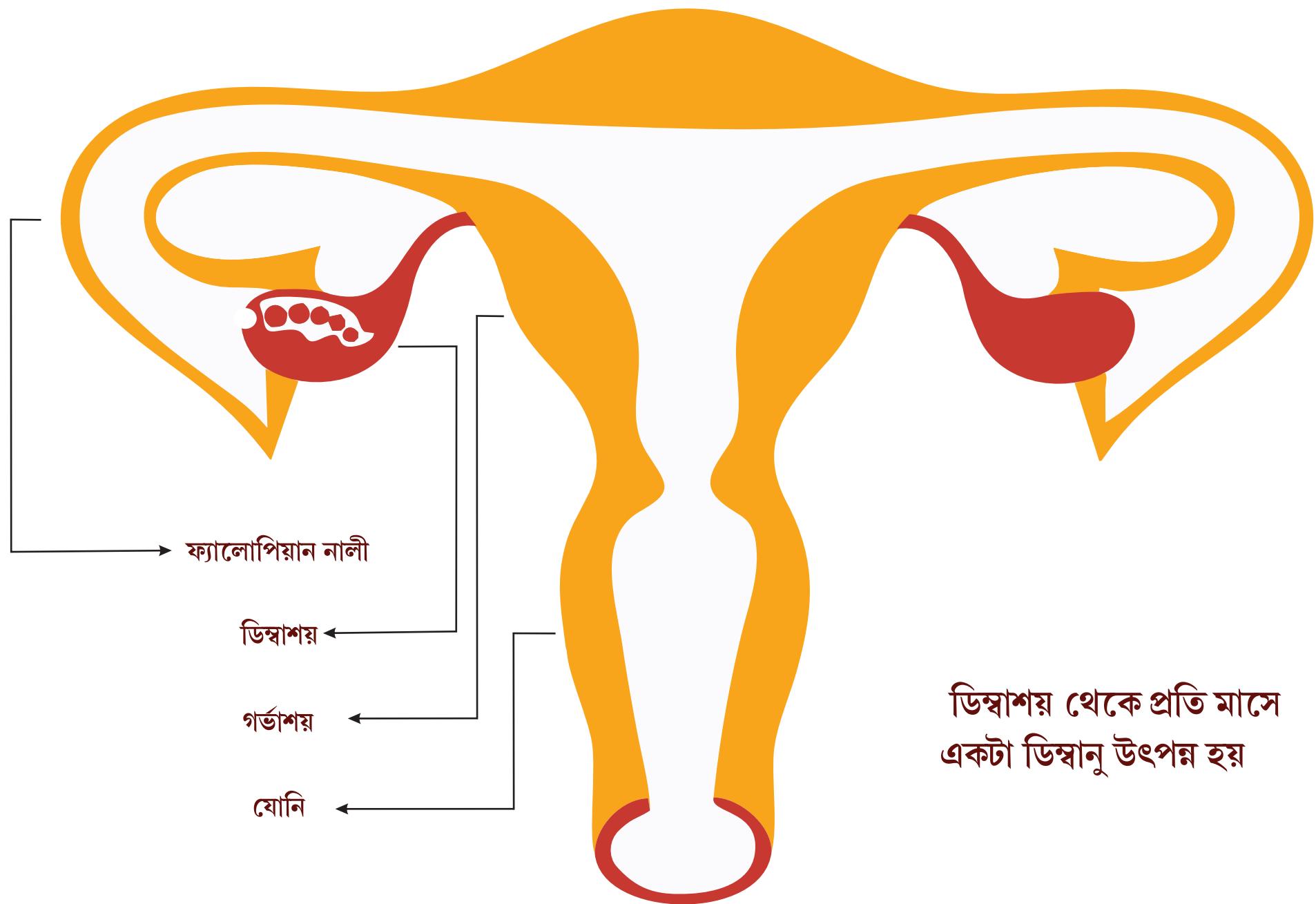
গর্ভাশয়

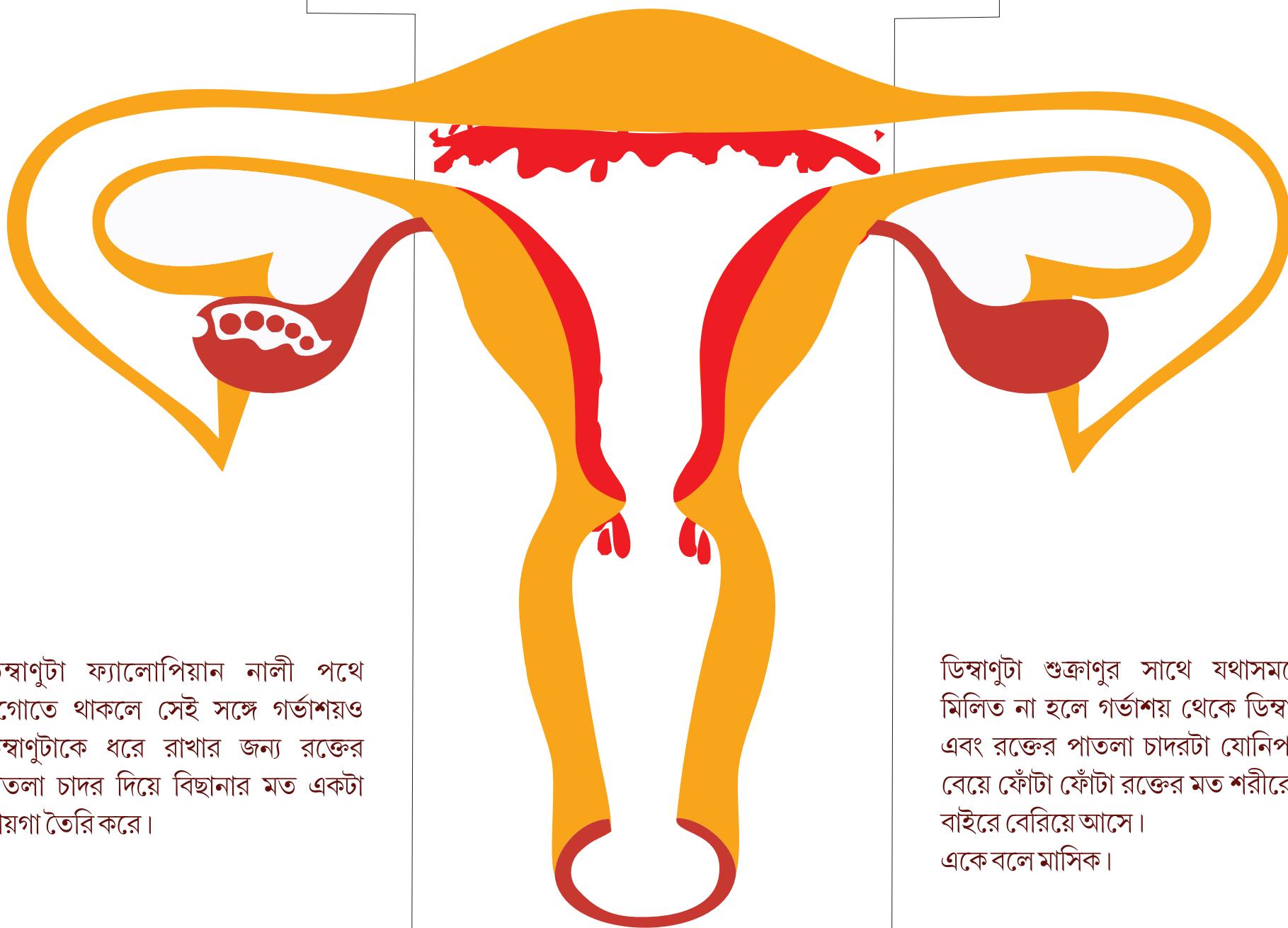
এখানেই বাচ্চার জীবন শুরু হয়। শুক্রাণুর সাথে মিলিত ডিস্বাগু গর্ভাশয়ের পিছনের দিকের দেওয়ালে আটকে যায়, পুষ্টি প্রহণ করে এবং ন'মাসে একটা বাচ্চার রূপ নেয়।

যৌন

এটা একটা নালী পথ, যার মাধ্যমে গর্ভাশয় ও শরীরের বাইরের অংশের মধ্যে যোগাযোগ থাকে। এই পথেই পুরুষের লিঙ্গ ও বীর্যের মাধ্যমে শুক্রাণু নারীর শরীরের ভিতরে প্রবেশ করে এবং পরিণত বাচ্চা এই পথ দিয়েই বেরিয়ে আসে। তাই এটা এমনিতে ছোটো হলেও এইসব ক্ষেত্রে প্রয়োজন মত বড় হতে পারে।

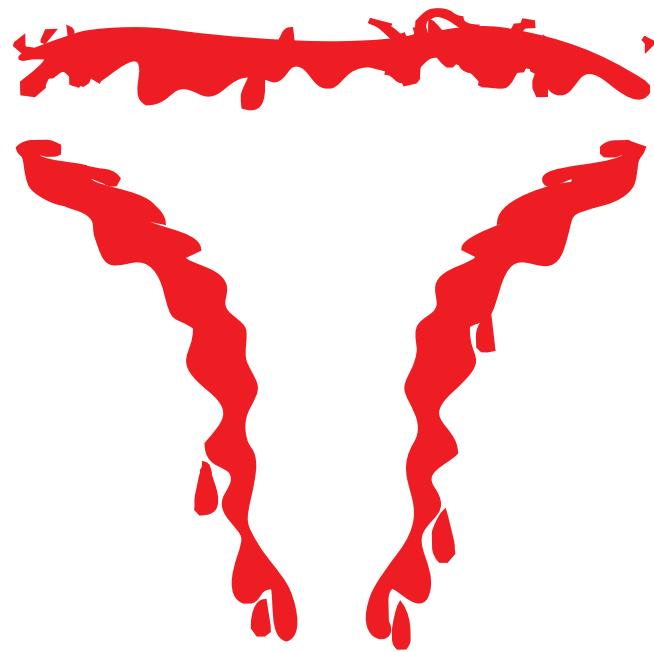


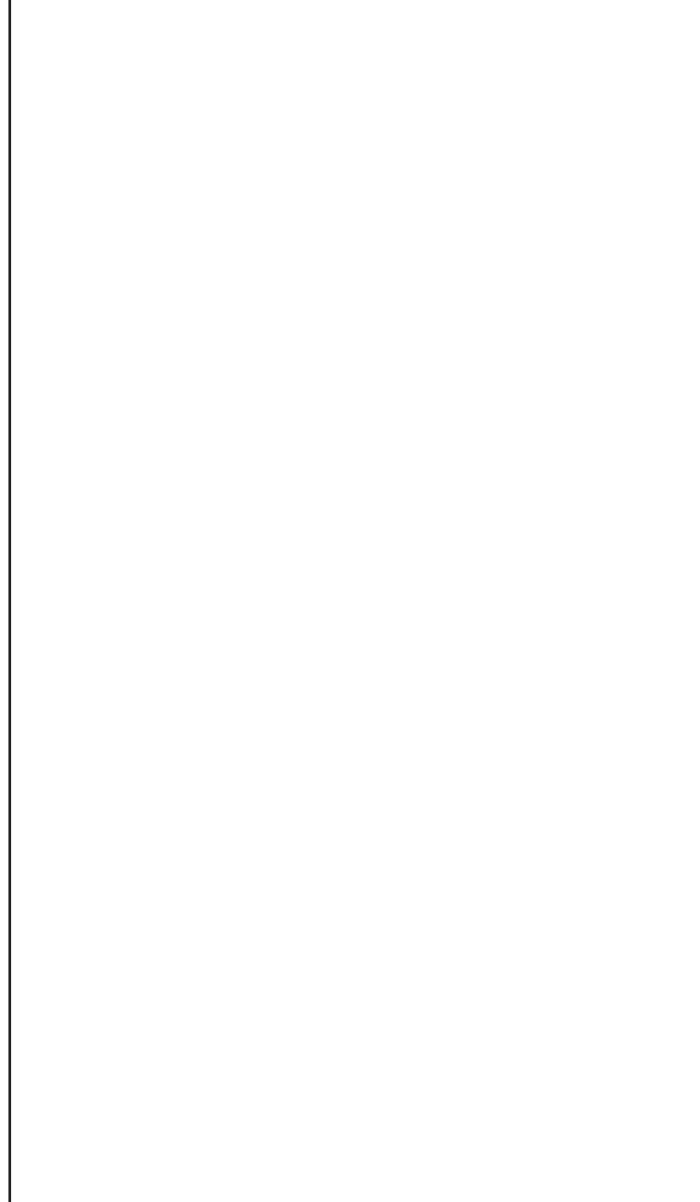




ডিস্বাগুটা ফ্যালোপিয়ান নালী পথে
এগোতে থাকলে সেই সঙ্গে গর্ভাশয়ও
ডিস্বাগুটাকে ধরে রাখার জন্য রক্তের
পাতলা চাদর দিয়ে বিছানার মত একটা
জায়গা তৈরি করে।

ডিস্বাগুটা শুক্রাণুর সাথে যথাসময়ে
মিলিত না হলে গর্ভাশয় থেকে ডিস্বাগু
এবং রক্তের পাতলা চাদরটা যৌনিপথ
বেয়ে ফেঁটা ফেঁটা রক্তের মত শরীরের
বাইরে বেরিয়ে আসে।
একে বলে মাসিক।







Water For People India Trust

26/1/1, Gariahat Road (South)
Kolkata 700 031, West Bengal
Tel. +91 33 4006 4954 +91 33 2418 7600
www.waterforpeople.org